চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:০১.০২.২০২৬

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

অ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্তির মাধ্যমে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি সত্যিকার অর্থে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হয়েছে: মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করেছে। দেশের উচ্চশিক্ষার মাননিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (BAC) প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির স্নাতক পর্যায়ের পাঁচটি একাডেমিক প্রোগ্রামের অনুকূলে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। গত ২৭ জানুয়ারি চিঠির মাধ্যমে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (বিবিএ), বিএ (অনার্স) ইন ইংলিশ, ব্যাচেলর অব লজ (এলএলবি অনার্স), বিএসএস (অনার্স) ইন ইকোনমিক্স ও বিএসসি ইন ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) প্রোগ্রামসমূহের অনুকূলে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানের সিদ্ধান্তের কথা জানায়। অ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্তি বলতে বোঝায়, কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা তার নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রমকে রাষ্ট্রীয় ও স্বীকৃত মাননিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা নির্দিষ্ট মানদণ্ডে যাচাই–বাছাই করে মানসম্মত হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা কার্যক্রম, পাঠ্যক্রমের গুণগত মান, শিক্ষকবৃন্দের যোগ্যতা, গবেষণা ও অবকাঠামো, শিক্ষার্থীসেবা এবং প্রশাসনিক সক্ষমতা—সবকিছু কঠোরভাবে মূল্যায়ন করা হয়। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক অ্যাক্রেডিটেশন পাওয়ার অর্থ হলো, সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রামগুলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড পূরণ করছে—যার ফলে ওই ডিগ্রির গ্রহণযোগ্যতা দেশ-বিদেশে বৃদ্ধি পায়, শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা ও চাকরির সুযোগ সম্প্রসারিত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার স্বীকৃতি মেলে।

রোববার প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উদ্যোগে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক প্রেরিত পত্র হস্তান্তর অনুষ্ঠানে এই অর্জনে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জন করলেই যথেষ্ট নয়; সেই ডিগ্রির মান আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হওয়াই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মানসম্মত না হলে একটি ডিগ্রি কেবল সার্টিফিকেটে পরিণত হয়, যা ব্যক্তি কিংবা সমাজ—কারও জন্যই কার্যকর নয়। অ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্তির মাধ্যমে প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি প্রমাণ করেছে যে, তারা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক স্পর্শ করেছে।তিনি এই অর্জনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, অর্জিত মান ধরে রাখা এবং অবশিষ্ট প্রোগ্রামসমূহের অ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ইনশাআল্লাহ। অস্ট্রেলিয়া, কানাডাসহ আধুনিক বিশ্বের বেশকিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমাদের যোগাযোগ হয়েছে। নার্সিংসহ বিভিন্ন যুগোপযোগী বিষয়ে প্রিমিয়ারে ডিগ্রি প্রদান করা হবে যেগুলো তরুণদের দক্ষ পেশাজীবী হিসেবে গড়ে তুলবে। এসময় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সচিব মোহাম্মদ আশরাফুল আমিন এবং প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ ইফতেখার মনির।মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন আরও বলেন, এই অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রাপ্তি প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষা, গবেষণা, পাঠ্যক্রম, কো-কারিকুলার কার্যক্রম, অবকাঠামো এবং প্রশাসনিক দক্ষতার গুণগত মানের একটি শক্তিশালী স্বীকৃতি। গর্বের এই সাফল্যের পেছনে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদান রেখেছেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষার্থী এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে তিনি আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানান।

নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়নে বেগম খালেদা জিয়ার ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয় : মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, নারীর ক্ষমতায়ন ছাড়া কোনো সমাজ বা দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে গার্মেন্টস শিল্পের প্রসারের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ নারী কর্মসংস্থান পেয়েছে, যা তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিয়েছে। নারীর শিক্ষা বিস্তার ও ক্ষমতায়নে বেগম খালেদা জিয়ার ভূমিকা ছিল অবিস্মরণীয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, একটি দল নারীদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সম্প্রতি একটি দলের আমিরের সোশাল মিডিয়া পোস্টে নারীদের নেতৃত্বের বিরোধিতা করে জঘন্য শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তারা মনে করেন না যে নারীরা নেতৃত্বে আসা উচিত। এটি নারীদের অধিকারের প্রতি সরাসরি আঘাত। আমরা এই ধরনের মধ্যযুগীয় মানসিকতার তীব্র নিন্দা করি এবং নারীদের অধিকার রক্ষায় সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাই। তিনি রোববার

(২ ফেব্রুয়ারী) হালিশহর হাউজিং এস্টেট উচ্চ বিদ্যালয় এবং হালিশহর পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। মেয়র অনুষ্ঠানে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের দেখানো পথে হেঁটে বেগম খালেদা জিয়া নারীর শিক্ষা বিস্তার এবং ক্ষমতায়নের জন্য যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তাঁর সরকারের আমলে মাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের জন্য স্টাইপেন্ড প্রোগ্রাম চালু হয়, যা গ্রামীণ এলাকায় নারীশিক্ষার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়েছে। এছাড়া, সরকারি চাকরি, শিক্ষা এবং পুলিশ বিভাগে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ব্যবস্থা নেন তিনি। বেগম খালেদা জিয়ার এই অবদানগুলো বাংলাদেশের নারীদের জীবনে একটি নীরব বিপ্লব ঘটিয়েছে, যা আজও অনুপ্রেরণার উৎস। অনুষ্ঠানে মেয়র শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, শিক্ষা হলো জাতির মেরুদন্ড। তোমরা শুধু পড়াশোনায় নয়, ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমেও অংশগ্রহণ করে নিজেদের সার্বিক বিকাশ ঘটাও। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন শিক্ষা খাতে আরও বিনিয়োগ করে নগরবাসীদের জন্য উন্নত সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করবে। বিশেষ করে মেয়ে শিক্ষার্থীদের পিছিয়ে পড়া চলবেনা। শিক্ষা, চিকিৎসা, রাজনীতিসহ সব জায়গায় বেগম খালেদা জিয়ার মতো আমাদের মেয়েদের নেতৃত্ব দিতে হবে। বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মোশাররফ হোসেনের সভাপতিত্বে এতে উপস্থিত ছিলেন সাবেক কাউন্সিলর আবুল হাশেম, চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সদস্য মোশাররফ হোসেন ডিপটি, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শুকলা সেন, ছাত্রনেতা জহির উদ্দিন বাবর প্রমুখ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮